R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSP—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জীবনের—
প্রতিদিনের সঙ্গী
হকিন্স প্রেসার কুকার
অনুমোদিত ডিলার এবং সুদক্ষ সার্ভিস সেন্টার
প্রভাত ষ্টোর
[দুলুর দোকান]
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ৫৩)

৭৮শ বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই মাঘ বুধবার, ১৩৯৮ সাল ২৯শে জানুয়ারী ১৯৯২ সাল। | নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫৲

স্বাধীন ভারতের কলঙ্ক হারোয়া বহুতালী বংশবাটী গ্রাম পঞ্চায়েত

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি ১নং ব্লকের লোকসংখ্যা ১,১১,৩৯৯ জন। এই ব্লকের হারোয়া, বহুতালী ও বংশবাটী গ্রাম পঞ্চায়তে লোকসংখ্যা ব্লকের লোকসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে এই বিপুল জনসংখ্যা যেখানে বাস করে সেখানে প্রাক স্বাধীনতার যুগ থেকে স্বাধীনোত্তর ৪৪ বছরেও সে রকম কোন গ্রামোন্নতির কাজ হয়নি। এখানে যাতায়াতের জন্য রাস্তা নেই, নেই জনস্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে কোন হাসপাতাল, শিক্ষার জন্য কোন ভাল স্কুল, নেই বিদ্যুৎ। অর্থাৎ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনে যা যা দরকার তার বেশীর ভাগই নেই। কর্তৃপক্ষের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করেও কিছু হয়নি। এই এলাকার বিধায়ক শিষ মহম্মদ আর এস পির একজন প্রবীণ নেতা। তিনি যে সোচ্চার নন সেকথা কেউ বলবেন না, কিন্তু রহস্য সেইখানেই। এই গ্রাম পঞ্চায়তগুলির উন্নতি দীর্ঘ ৪৪ বছরেও কেন হলো না। বিদ্যুৎ বিভাগ ১৯৮৮ থেকে ৯১ সাল পর্যন্ত (শেষ পৃষ্ঠায়)

হাইকোর্টের আদেশে আমুহা ঘাট চালু হলো

আহিরণ : সুতি থানায় আমুহা ফেরীঘাট সমাজবিরোধীদের দাপটে বেশ কিছু দিন থেকে বন্ধ থাকায় স্থানীয় জনসাধারণের অসুবিধা চরমে ওঠে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা ইউ টি ইউ সির নেতৃবৃন্দ কিছুদিন আগে সুতি থানায় এক ডেপুটেশন দেন। দীর্ঘ আলোচনায় ঠিক হয় জঙ্গিপুর ব্যারেজের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ঘাটের মাঝিদের এ্যাপ্রুভড লিষ্ট থানায় পাঠাবেন এবং তাদের নিয়ে থানার পুলিশ পাহারায় ঘাট চালু করা হবে। এই আলোচনা মত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তাঁর মেমো নং জে, বি/ডাব্লু ২৩৮/বি, এ/২৪৭১/৫ তাং ১৬-১১-৯১ মারফৎ মাঝিদের এ্যাপ্রুভড লিস্ট সুতি থানায় পাঠান এবং সেই মেমোর কপি মহকুমা শাসক, এস পি মুর্শিদাবাদ, সুপারিন্টেনডিং ইঞ্জিনিয়ার সার্কেল নং ২ ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টকে পাঠান হয়। কিন্তু এরপরও আশ্চর্যা-জনকভাবে থানা প্রশাসন নীরব থাকে। ইউ টি ইউ সির অভিযোগ অপর রাজনৈতিক দলের চাপে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিতে (শেষ পৃষ্ঠায়)

ম্যাকেঞ্জি ফুটবল মাঠে নরকগুলজার

রঘুনাথগঞ্জ : এককালের ক্রীড়ামোদীদের প্রিয় ম্যাকেঞ্জি ফুটবল ময়দান সম্প্রতি জুয়ারীদের দখলে বলে অভিযোগ। এই মাঠে সারাদিন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ৩০/৩৫টি জুয়ার আসর বসছে নিয়মিত। জুয়ারিদের চিৎকার চেঁচামেচিতে ও জায়গা দখলে ক্রিকেট, ফুটবল ও এ্যাথলেটসদের অনুশীলন ব্যাহত হচ্ছে। এমন কি এই নরকগুলজারী পরিস্থিতিতে শহরের ছেলেমেয়েদের বৈকালিক ভ্রমণেও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে বেদখল কলোনীর মানুষজনের মলমূত্রে মাঠের বাতাস কলুষিত হচ্ছে। পুর শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রশাসনের নাকের ডগায় অসামাজিক কাজ কেমন করে চলছে জনসাধারণ তা বুঝতে অক্ষম।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ডনবস্কো

সাগরদীঘি : ডনবস্কো সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানে যোগ দিয়ে কাজ শুরু করেছেন বলে খবর। মনিগ্রাম ক্যাথলিক চার্চের অধীন ডনবস্কো স্কুল গ্রামের নিরক্ষর ছেলে-মেয়েদের সাক্ষর করা ও লেখাপড়া শেখার দায়ত্ব নিয়ে তিনশ ছেলে ও (শেষ পৃষ্ঠায়)

কপিরাইটাররা যা খুশী টাকা নিচ্ছেন

সাগরদীঘি : স্থানীয় সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের কপিরাইটাররা দলিলের উপর নির্ধারিত ফি না নিয়ে যা খুশী টাকা আদায় করছেন বিনা রসিদে বলে অভিযোগ। জুগোরের জনৈক সফিউল্লা গত ৯ জানুয়ারী এ (শেষ পৃষ্ঠায়)

চোরাচালান বন্ধে বিজেপির পথসভা

ধুলিয়ান : গত ২৪ জানুয়ারী স্থানীয় বিজেপি শাখা পথসভা করে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। স্থানীয় নেতা ষষ্ঠী ঘোষ বলেন প্রতিদিন ধুলিয়ান হয়ে ৮/৯ ট্রাক করে (শেষ পৃষ্ঠায়)

আমাদের নতুন দোকান
তাই
কার্ডও নতুন ডিজাইনও নতুন নতুন
আর দাম সে তো
দেখে নেবেন
কার্ডস্ ফেয়ার
(পণ্ডিত প্রেস সংলগ্ন)
র ঘু না থ গ ঞ্জ
এখানে জেরক্স করা হয়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই মাঘ বুধবার ১৩৯৮ সাল

একতা বাদ

'ইজম' বা 'বাদ' নিষ্পন্ন অনেক শব্দে আমরা দেখিতে পাই। জাতীয়তাবাদ, সাম্যবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ,—ইত্যাদি বহু শব্দ আমরা শুনিতে পাই এবং ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারি।

স্বাধীনতার আন্দোলনকালে দেশে প্রবল জাতীয়তাবাদের জোয়ার বহিয়াছিল। তখন 'হিন্দু না ওরা মুসলিম' প্রশ্নকে মানুষ প্রাধান্য দেয় নাই 'এক জাতি, এক প্রাণ, একতা'-য় উদ্বুদ্ধ হইয়া। কিন্তু ইংরাজের কূটনীতির শিকার হইয়া আমরা আপাতমধুর বিষবৃক্ষকে রোপণ করিয়াছিলাম দ্বিজাতিসূত্র মানিয়া লইয়া এবং মোহগ্রস্ত হইয়া লাভ করিয়াছিলাম স্বাধীনতা নামক ইংরাজ-প্রদত্ত এক বখশিস।

গদির মোহে, ক্ষমতালাভ ও তাহা অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে আমরা চলিতে থাকিলাম। কিন্তু বিষবৃক্ষ ইহা হইতে রস গ্রহণ করিয়া সঞ্জীবিত হইবার যথেষ্ট সুযোগ বা অনুকূল পরিবেশ লাভ করিয়াছিল। পরিণামে দেশের দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাকামী, সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী মানুষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠিল। তাহার উপযুক্ত মোকাবিলা স্বার্থান্ধ আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করি নাই। বরং আমাদের কথায় ও কাজে দৃঢ়তার অভাব থাকায় বিরুদ্ধ শক্তি আরও শক্তি সঞ্চয়ের সাহস পাইল।

কাশ্মীর ও পঞ্জাবে সে বিষবৃক্ষ পরিপুষ্ট হইয়া দেশের ক্ষতি করিয়া চলিয়াছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সেখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে পরিপুষ্ট হইতেছে। দেশকে খণ্ড খণ্ড করিবার দুর্নিবার এক চক্রান্ত চলিয়াছে। উগ্রপন্থীরা তাহাদের ক্রিয়াকলাপের স্পর্দ্ধা আমাদের জন্যই লাভ করিয়াছে। সুতরাং ইহা আমাদের স্বখাতসলিল।

কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় শ্লোগান নয়, শুধুমাত্র দেশকে সকলের উর্দ্ধে স্থান দিতে হইবে ইহার উদ্দেশ্য ভারতীয়ত্ববোধে সর্বশ্রেণীর মানুষের বিবেকবোধকে উদ্জীপিত করিতে 'একতা যাত্রা'র নিশানবাহী দল আসমুদ্র হিমাচল চৌদ্দ হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করিয়া গত ২৬শে জানুয়ারী কাশ্মীরের লালচকে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন। কিন্তু পঞ্জাব ও কাশ্মীর ছাড়া 'একতা যাত্রা' সর্বত্র অভ্যর্থিত হইয়াছে। উগ্রপন্থীদের আক্রমণে পঞ্জাবে যাত্রীপথিকদের ছয় জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কাশ্মীরে মুষ্টিমেয় মানুষ সেনাবাহিনীর সহায়তায় লালচকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে পারিয়াছেন। সকলেই সেখানে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য এবং নিরাপত্তার অনিশ্চয়তার জন্য সেখানে যাইতে পারেন নাই।

কাশ্মীরের ব্যাপারে মর্মান্তিক সত্য এই যে, সেখানে জাতীয়তাবাদে—ভারতীয়ত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হইতে কেহ চাহে না; যদিও সারা ভারতের অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা বহু প্রকারের সুযোগ সুবিধা তাহারা পায়। তাহারা নিজেদের ভারতীয় ভাবনায় ভাবিতে রাজী নহে। তাই সেখানে জাতীয় পতাকার অমর্যাদা-সাধন করা হয়। তাঁহারা একতা চাই না। তাঁহারা বিভেদকামী। আর আমরা তাহার জন্য দৃঢ় হইতে পারি না। ক্ষমতার মোহ আমাদিগকে প্রায় অন্ধ ও প্রায় ক্লীব করিয়া ফেলিয়াছে। প্রবল ব্যক্তিত্ব, স্বার্থশূন্য, কর্মনিষ্ঠা এবং দেশাত্মবোধ যদি না থাকে, যদি এই শত্রুকে ক্রমবর্দ্ধিত হইবার সুযোগ দেওয়া যায়, তবে অচিরেই আবার দেশ খণ্ডিত হইবে। সর্বাধিক আফশোস এই যে, দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল একযোগে এই বিষবৃক্ষ উৎপাটনে সম্মিলিত হইতেছেন না।

তথাপি 'একতা যাত্রা'-র দৃষ্টান্ত আজ ভারতবাসীদের ধ্যান ধারণার বিষয় করিয়া তুলিতে হইবে। একতাকে যাহারা বাদ দিতে চাহিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে একযোগে দাঁড়াইতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি ও ক্ষমতালিপ্সাত্যাগী প্রকৃত দেশপ্রাণ মানুষ।

নেতাজীকে এ অপমান কেন

অনুপ ঘোষাল

ভারতের বরিষ্ঠ জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মূল্যায়ন কোনদিনই স্পষ্ট নয়। এই পূজ্য নেতার প্রাপ্য সম্মান সরকার কখনও দেয়নি। বর্তমান রাজ্য সরকারের কর্ণধার কম্যুনিষ্ট পার্টি নেতাজীকে 'কুইশলিং' বলে একদা অপমান করেছিলেন। আর সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার চরম অপমান করলেন নেতাজীকে 'মরণোত্তর' 'ভারতরত্ন'—উপাধির জন্য মনোনীত করে। যৌবনের প্রতীক নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবার আগেই 'মরণোত্তর' কথাটি বাঙালির সেন্টিমেন্টে এক দারুণ আঘাত। ১৯৪৫ সালে জাপানের সেই বিমান দুর্ঘটনায় যাই ঘটে থাকুক না কেন, তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়ায় যায় সুভাষচন্দ্র আর জীবিত নেই: তবুও প্রশ্ন উঠবেই এই বরেণ্য নেতাকে 'ভারতরত্ন' দেবার কথা সরকারের এতদিন পরে কেন মনে পড়ল? যে নেতাজীকে গোটা বাংলাদেশ, পঞ্জাব, সারা দাক্ষণভারত এমন কি অন্যান্য প্রদেশেরও অনেক মানুষ নিছক নেতার আসন থেকে উন্নীত করে প্রায়—দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—তাঁকে হঠাৎ এ-ভাবে নামিয়ে আনার প্রয়াসের স্পর্দ্ধা সরকার পেলেন কী করে? তাহলে তো অবিলম্বে রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধীকেও মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' দিয়ে সামঞ্জস্য আনতে হয়!

কিছুদিন আগে বি, আর, আম্বেদকার এবং বল্লভভাই প্যাটেলকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেয়া হল। তখনও তো নেতাজীর কথা মনে পড়ল না? এঁদের চেয়ে দেশের জন্য নেতাজীর অবদান কিছু কম নাকি? নাকি তিনি এবার অন্য ভারতরত্ন প্রাপক জে, আর, ডি, টাটার সমগোত্রীয়! জওহরলাল নেহেরু, তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী কিংবা তাঁর নাতি রাজীব না হয় বংশপরম্পরায় মহান; কিন্তু জাকির হোসেন বা শ্রমিক নেতা ভি, ভি, গিরি কিংবা ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বেশ্বরাইয়া অথবা বছর দুয়েকের প্রধানমন্ত্রি মোরারজি দেশাই—এঁদের মত অবদানও কি নেতাজী রেখে যেতে পারেননি। অন্যদের অপমান করার উদ্দেশ্য আমার নয়, আমার প্রশ্ন—নেতাজীর পাশে এঁদের নামগুলো মানায় কি না! যাক যা হবার হয়ে গেছে। বাঙালীর বহুদিনের ক্ষোভ প্রশমিত করার বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের থাকে তবে অনতিবিলম্বে তাঁর জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারী জাতীয় ছুটি হিসাবে ঘোষিত হোক। সর্বোপরি নেতাজী সম্পর্কে ভারত সরকারের 'অ্যালার্জিক' দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হোক। এবং দেশের প্রতি এই মহান নেতার অবদানের সার্বিক পুনর্মূল্যায়ন হোক। নচেৎ এভাবে 'ভারতরত্ন' দিয়ে নেতাজীকে ছোট করার চেষ্টা বাঙালীর ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢালারই সামিল হবে।

এম আর ডিলার এ্যাসোশিয়েশনের দাবী

ধুলিয়ান: স্থানীয় এম আর ডিলার এ্যাসোশিয়েশনের পক্ষে সভাপতি আবদুল জাউম ভারতের প্রধান মন্ত্রী পি, ভি, নরসীমা রাওকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এক পত্র দিয়েছেন বলে জানা যায়। সেই চিঠিতে তিনি জানান কেন্দ্রীয় সরকার দ্রব্যমূল্য কমানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র বর্তমানে অগ্নিগর্ভ। স্থানীয় জনসাধারণ এর মোকাবিলা করতে সমস্যা জর্জরিত। তিনি প্রধান মন্ত্রীকে খুব শীঘ্র দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধে ব্যবস্থা নেবার দাবী জানান।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জন্মমহোৎসব

সাগরদীঘি : পিলকী শিবতলা প্রাঙ্গণে ১৭ জানুয়ারী যুগপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল-চন্দ্রের ১০৪তম জন্ম মহোৎসব পালন করেন গ্রামীণ সৎসঙ্গীরা। বেদপাঠ, উষাকীর্তন ও ঠাকুরের গ্রন্থাবলী পাঠের মধ্য দিয়ে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বৃক্ষ রোপণ ও পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা সভা

নবারুণ পয়েন্ট : গত ১৪ ও ১৫ জানুয়ারী ফরাক্কা এন টি পি সি এলাকায় এ্যাসডাইকের চতুষ্পার্শে বন সৃজন প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বৃক্ষ রোপণ ও পরিবেশ বিষয়ক এক আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জি এম জি এস সোহল। ১৪ জানুয়ারী শ্রীসোহল হরটিকালচারিস্টদের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে বায়ু ও পরিবেশ দূষণ দূরীকরণে বৃক্ষ রোপণ ও বন সৃজনের প্রয়োজনীয়তার উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন কয়লা ব্যবহার করা হয় যে সব যন্ত্রপাতি চালাতে তার চারপাশ দূষণ মুক্ত করতে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে বৃক্ষ রোপণ একান্ত প্রয়োজন। উল্লেখ্য এন টি পি সি তাঁদের বিভিন্ন প্রোজেক্ট এলাকায় প্রায় ৭,২৮,৪৩০টি চারাগাছ লাগিয়েছেন। তার মধ্যে একমাত্র ফরাক্কা এফ এস টি পি পি অঞ্চলে লাগানো হয়েছে ১,৬০,০০০ মত গত ডিসেম্বর ১৯৯১ পর্যন্ত।

প্রজাতন্ত্র দিবসে মহকুমা শহর

রঘুনাথগঞ্জ : ২৬ জানুয়ারী সারা ভারতের সঙ্গে স্থানীয় শহরও প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে মেতে ওঠে। ভোর থেকেই বিভিন্ন ক্লাবের কিশোর কিশোরীরা রোড মার্চ করে এগিয়ে চলে মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে। যেখানে উৎসবকে কেন্দ্রীভূত করা হয়। মহকুমা শাসকের অফিসে বেলা ৯টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মহকুমা শাসক এস সুরেশ কুমার। পুলিশের কুচকাওয়াজ ও রাইফেলের গুলির শব্দের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকাকে অভিনন্দিত করা হয়। এর পর বিভিন্ন ক্লাব তাঁদের ক্রীড়া ও প্যারেড নৈপুণ্য দেখানোর পর উপস্থিত সকলের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়। জঙ্গিপুর লায়নস্ ক্লাব এই দিন মহকুমা হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করেন।

মহকুমা শাসকের কাছে বি জে পির প্রতিবাদ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২২ জানুয়ারী জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের কাছে রঘুনাথগঞ্জ শাখা বি জে পি এক লিখিত অভিযোগে জানান সরকারী নির্দেশ অমান্য করে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা, বড়শিমুল, দয়ারামপুর ছাড়া বাকী সব পঞ্চায়েত ট্রেড ট্যাক্স আদায় করে চলেছে। সরকারী নির্দেশের (ডেপুটি সেক্রেটারী পঃ বঙ্গের মেমো নং ৭৭৭/জি-৬/এম এ টি/৩/৯০ তাং ৩১-১২-৯০) নকলও তাঁরা মহকুমা শাসকের হাতে তুলে দেন বলে খবর।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মনিগ্রাম : গত ৭ জানুয়ারী বালিয়া নেতাজী সংঘের ফুটবল মাঠে বালিয়া অঞ্চল প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের ১৩তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন প্রাথমিক শিক্ষক জিল্লার রহমান। ১২টি বিদ্যালয়ের ১৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিন্দুবাসিনী প্রাথমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ান হয়।

সাগরদীঘি : এই ব্লকের কান্তনগর উচ্চ বিদ্যা-লয়ে গত ১৪ জানুয়ারী স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় ১২ জন শিক্ষকের পরিচালনায় ২৭৫ জন ছাত্র ক্রীড়ায় অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহকুমা অবর পরিদর্শক রঞ্জিত বিশ্বাস। ক্রীড়া শিক্ষক রেজাউল করিম, বিদ্যালয় সম্পাদক আবদুস সাইদ ক্রীড়ার প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য রাখেন। সমাজসেবী কমলারঞ্জন প্রামাণিক তাঁর বক্তব্যে বিদ্যালয়ের গৃহগুলির সংস্কার ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফলের গাছ রোপণের জন্য সকলকে অনুরোধ জানান।

কাঁচা বাড়ী বিক্রয়

বাড়ালা গ্রামের মেন রাস্তায় ২ কাঠা জায়গার উপর একটি কাঁচা বাড়ী বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ করুন।

গোলকবিহারী দত্ত
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

উত্তরবঙ্গ সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৫ ও ৬ জানুয়ারী মালদহ সঙ্গীত কলামঞ্চ আয়োজিত উত্তরবঙ্গ সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা মালদহ শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় তারযন্ত্রের লঘুসঙ্গীত বিভাগে ও লোকসঙ্গীত বিভাগে স্থানীয় শহরের গোলাম গৌসল আজম (খোকন) এবং রুইদাস হালদার (কেষ্ট) যথাক্রমে চতুর্থ স্থান অধিকার করে আমাদের শহরের সুনাম বৃদ্ধি করেন। উল্লেখ্য মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিযোগীদের মধ্যে একমাত্র এই দু'জনই কৃতিত্ব অর্জন করেন।

সি পি এম থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকে

ধুলিয়ান : সামসেরগঞ্জ থানার কামাথ হিজলতলা শাখা সি পি এম থেকে দীর্ঘ দিনের সদস্য হামিদ সেখ সম্প্রতি দল ত্যাগ করে ফঃ ব্লকে যোগ দেন। আমাদের প্রতিনিধিকে তিনি জানান সি পি এম দল নীতি ত্যাগ করে নানান দুর্নীতিতে ও ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যস্ত হ'য়েছে তাই সে দলে তিনি আর থাকতে পারলেন না।

অধ্যাপকের অনৈতিক আচরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝাঁ কৃত 'লালন ফকির' বিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন রৌরব পত্রিকা গোষ্ঠী। সেই মত তাঁরা কাজও আরম্ভ করেন। হঠাৎ শ্রীঝাঁ রৌরবের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটি বিশেষ প্রয়োজন জানিয়ে চেয়ে নেন। পরে রৌরব জানতে পারেন 'দেশ' পত্রিকা গ্রন্থটি ধারাবাহিক প্রকাশ করবেন জানালে শ্রীঝাঁ এই চাতুরীর আশ্রয় নেন। আরও জানা যায় বিশিষ্ট আইনজীবী অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জী রৌরবের পক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হয়েছেন। বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আমরাও অধ্যাপক ঝাঁয়ের এই অনৈতিক আচরণের তীব্র নিন্দা করছি।

ঐক্যই শক্তি

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Memo No. 48 Inf. M/Advt. Date 21-1-92

ভারত সেবাশ্রম সংঘের অনুষ্ঠানে মমতা শঙ্কর

অরঙ্গাবাদ : আগামী ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার প্রাঙ্গণে ও ছোটকালিয়াই হিন্দু মিলন মন্দিরে প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য প্রণবানন্দজীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তুলসীবিহার বাটীতে বিকেল চারটায় হিন্দুধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সম্মেলনে গীতাপাঠ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ থেকে ৫১ নং শ্লোক এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ৭ থেকে ১১ নং শ্লোক মুখস্থ বলতে হবে। বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় মানব কল্যাণে ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে বিশ্বের মুক্তির উপায়—হিন্দু ধর্মের সঠিক প্রচার বিষয়। সংঘের অরঙ্গাবাদ শাখায় এখানকার ইয়ুংস কর্ণারের পরিচালনায় এ্যাম্বুলেন্স প্রকল্পের সাহায্যার্থে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নৃত্য শিল্পী উদয় শঙ্করের কন্যা মমতা শঙ্কর ও সম্প্রদায়ের নৃত্য প্রদর্শিত হবে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারী অরঙ্গাবাদের নিকট বাজিতপুর মাঠে সন্ধ্যা ৭টায়।

বিজেপির পথসভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চাল বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। থানা বা বি এস এফ এসব দেখেও দেখেন না। বর্তমানে চালের দাম ৬/৭ টাকা কেজি হয়ে সাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ছাড়িয়ে গেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। এরই ফলে শহরে চুরি ছিনতাই বাড়ছে। কয়েকদিন আগে ৪০ বস্তা বিড়ি পাতা চুরি হয়। পুলিশ কিনারা করার চেষ্টা করেনি। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ পুলিশ চোরাচালানের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়েই ব্যস্ত। ষষ্ঠী ঘোষ আরও বলেন অপরদিকে শাসক দল সি পি এম সব দোষ কেন্দ্র সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে কেন্দ্রীয় বিরোধী আন্দোলনের প্রহসন করছে। এ রাজ্যে সি পি এম এখন তার ভেঙ্গে পড়া শক্তিকে চাঙ্গা রাখতেই আন্দোলনের ধূয়া তুলেছে। এমন কি সংখ্যালঘু কংগ্রেসী সরকারকে গদীচ্যুত করার হুমকীও দিচ্ছে। কিন্তু তাঁরা জানে একমাত্র বি জে পিই পারে কেন্দ্রের শাসক গোষ্ঠীকে বিপাকে ফেলতে। সব জেনেও রাজ্যের সমস্যাগুলি থেকে জনদৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতেই তারা আন্দোলনের প্রহসন করছে।

ম্যানেজার চাই

হিলোরা ৺শ্যামসুন্দর দেবের পাবলিক এষ্টেটের জন্য একজন অভিজ্ঞ ম্যানেজার চাই। সেরেস্তার কাজ এবং কৃষি কাজ অবশ্যই জানা চাই। উপযুক্ত বেতন এবং আহারাদি এষ্টেট হইতে দেওয়া হইবে। নিম্ন ঠিকানায় ৭ দিনের মধ্যে আবেদন করুন।

শ্রীউমাপতি মণ্ডল, সম্পাদক
ম্যানেজিং কমিটি
পোঃ হিলোড়া, মুর্শিদাবাদ

সুবিধাজনক ও সহজ কিস্তিতে সাইকেল, টিভি, রিক্সা, স্কুটার ইত্যাদি দেওয়া হয়।

যোগাযোগ কেন্দ্র :

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

রেজিঃ এবং হেড অফিস
দরবেশপাড়া : রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ

এ. মুখার্জী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

লোভনীয় জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা পল্লীতে পুরসভার সদর পীচ রাস্তার উপর পণ্ডিতের বাগানের সামনের অংশের কিছুটা জায়গা দেড় বা দুই কাঠা প্লটে বিক্রী করা হবে। যোগাযোগ করুন—

সনৎ ব্যানার্জী, রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স-র বর্ষপূর্তি উৎসব

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৬ জানুয়ারী স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল সুপার মার্কেটে শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ এর বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে লালবাগ, লালগোলা, অর্জুনপুর, সাগরদীঘি প্রভৃতি শাখাগুলির এজেন্টরা যোগ দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শর্মিষ্ঠা ফাইনান্সের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অরূপ মুখার্জী এবং প্রধান অতিথি ছিলেন চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট এন, সি, সাহা। কালেকসানের ভিত্তিতে এজেন্টদের পুরস্কৃত করা হয়।

স্বাধীন ভারতের কলঙ্ক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই এলাকার সিধোড়, নাদাই, গোপালনগর, হোসেনপুর, লালপুর, পাঁচগাছি, ডাহিনা, গাম্ভীরা মৌজায় এল টি লাইন টেনে দেন। এলাকার মানুষও বিদ্যুৎ পাবার আশায় বিভাগীয় নির্দেশে টাকা পয়সা জমাও দিয়েছেন, বাড়ীতে ওয়ারিং এর কাজও শেষ করেছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগ আজও কোন বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করেননি। পঞ্চায়েতের কাছে লেখালেখি করে জানা যায় বিদ্যুৎ দপ্তরের দুই বিভাগ মেনটেন্যান্স এবং আর ই কনসট্রাকসন এর বিবাদই নাকি বিদ্যুৎ চালু না হওয়ার কারণ। আহিরণ থেকে কুসুমগাছি আট কিলো এইচ টি লাইন রয়েছে, যার দ্বারা এল টি লাইন চলবে। কিন্তু মেনটেন্যান্স বিভাগ তার কাজ না করায় বিদ্যুৎ সংযোগ চালু হচ্ছে না। তাদের অভিযোগ এল টি লাইনের দুই বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ কেবল চুরি হয়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু দায়ী কে? কে এ ব্যাপারে সজাগ হবে, এই টুকু আজও ঠিক করা হচ্ছে না। এদিকে হারোয়া, বংশবাটী, হিলোড়া, আলুয়ানী মৌজায় পোল বসানো হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে, কিন্তু তার টানার কাজ শুরু হয়নি। দুই বিভাগের সঙ্গে কথা বলে এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়েই নিশ্চিন্ত। জনসাধারণের অসুবিধা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। জন দায়িত্ব নিয়ে যে তারা কাজ করতে বাধ্য এবং জনস্বার্থেই যে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে, একথা তারা ভুলে গিয়েছেন। কাজ হলো কি না হলো তাতে তাদের লক্ষ্য নেই, তারা মাসে মাসে বেতন পেলেই হলো।

আমুহা ঘাট চালু হলো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাহস পায় না। এমন কি যারা খুন জখম রাহাজানি করছে তাদের গ্রেপ্তারও করছে না। এই পরিস্থিতির মধ্যে বাসুদেবপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি যাঁরা ঘাটের পরিচালনা ভার পেয়েছিলেন, তাঁরা মহামান্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে হাইকোর্ট সমিতির পক্ষে ২২৬ ধারা অনুযায়ী স্থিতাবস্থা আদেশ দেন। জেলা পুলিশ সুপারের সাহায্যে ঘাটটি আবার ২১ জানুয়ারী থেকে চালু করা হয়। সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নিযুক্ত মাঝিরাই ঘাটটি বর্তমানে চালু রেখেছেন বলে সভাপতি এজাবুল সেখ আমাদের প্রতিনিধিকে জানান।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনশ মেয়েকে হোস্টেলে রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা মহকুমার পঞ্চায়েত স্তরেও বিভিন্ন সাক্ষর কর্মসূচী গ্রহণ করবেন বলে জানা যায়। এ ব্যাপারে যাতে ফরাক্কা এন টি পি সির নবারুণ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দায়িত্বে এগিয়ে আসেন তারজন্যও ডনবস্কো চেষ্টা চালাচ্ছেন। চার্চের ফাদার এস-কারিয়া আমাদের প্রতিনিধিকে এই সব তথ্য জানান।

যা খুশী টাকা নিচ্ছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধরনের এক লিখিত অভিযোগ জানান সাগরদীঘি ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরাবর। সভাপতি সেই লিখিত অভিযোগ সাবরেজিষ্ট্রারের কাছে পাঠিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। কিন্তু আজও এর কোন বিহিত হয়নি এবং এখনও কপিরাইটাররা জোরজুলুম চালাচ্ছেন বলে অভিযোগে সাবরেজিষ্ট্রি অফিস সরগরম বলে জানা যায়।